OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 185 - 192
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 185 - 192
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বর্তমান শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষা ব্যবহারে সমস্যা : গত পঁচিশ বছরের মূল্যায়ন

ড. মধুমিতা আচার্য
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (স্বশাসিত), কলকাতা, রাঘবপুর ক্যাম্পাস
Email ID: macharya1973@gmail.com

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Bengali Language, Mother Tongue, Second Language, Language of Communication, Slang, Social Changes, Language and Society, Bengali Self Identity.

Abstract

Over the past twenty-five years, through my experience of teaching the Bengali language at the school, college, and university levels, I have observed certain fundamental areas of difficulty regarding the use of Bengali among the current generation of students. Despite Bengali being their mother tongue, many students are unable to demonstrate effortless proficiency in its usage due to several underlying issues.

- *A lack of sufficient emphasis placed on using the language, precisely because it is their mother tongue.*
- *At every level—school, college, and university—an excessive emphasis is placed on subject matter over spelling, presentation, and grammar in the teaching of language and literature.*
- *The educated middle class is losing interest in educating their children through the medium of their mother tongue. The most prominent issues observed in the speaking and writing of the Bengali language at the school, college, and university levels are :*

1. Students often become confused regarding pronunciation and spelling due to the presence of three variations of 'sh', three of 'r', and two of 'j' in the Bengali alphabet.
2. Although the rules governing the use of the retroflex 'ṇ' (ṇatva-vidhān) and the retroflex 'ṣ' (ṣatva-vidhān) are taught at the upper-primary level, their practical application remains limited.
3. Despite instruction on sentence construction issues being provided at the secondary level, students often fail to retain this knowledge in practical application.
4. The double application of case endings— (e.g., 'amāderke', 'tomāderke') — is now widely prevalent.
5. The simultaneous use of cardinal numerals and numerical case endings occurs frequently.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 185 - 192
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

6. Under the influence of globalization, the excessive influx of loanwords is gradually rendering the language unfamiliar.
7. The current generation is responding in the language of SMS.
8. In the course of civilization, linguistic characters evolved from signs and symbols; today, language is reverting to signs.
9. There is a misuse of letters—specifically, the substitution of 'y' for 'i' and 'i' for 'y'—such that one now encounters ungrammatical forms like 'ami khay' and "she khai" in written texts.
10. Reliance on visual and auditory input is increasing relative to reading.
11. The widespread prevalence of substandard or vulgar language is on the rise.
12. Colloquialisms and slang are finding their way into literary language.
13. The importance of the traditional alphabet is diminishing due to the practice of writing on mobile phones and laptops.

Discussion

"বাংলাভাষা উচ্চারিত হলে নিকোনো উঠোনে ঝরে
রোদ, বারান্দায় লাগে জ্যোৎস্নার চন্দন। বাংলা ভাষা
উচ্চারিত হলে অন্ধ বাউলের একতারা বাজে
উদার গৈরিক মাঠে, খোলা পথে, উত্তাল নদীর
বাঁকে বাঁকে, নদীও নর্তকী হয়।"[১]
- শামসুর রহমান

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করার মাধ্যম ভাষা, তাই সমাজ এবং ভাষা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। প্রতিকূল পরিবেশে অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেছিল। সেই সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে সৃষ্টি হয়েছিল ভাষা। অভিধান অনুসারে ভাষা হল মানুষের চিন্তা ও মননের ধ্বনি মাধ্যমগত প্রকাশ। কোন একটি ভাষা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে একটি নির্দিষ্ট জনসমাজে ব্যবহৃত হয়। সমাজ হল পরস্পর নির্ভরশীল ও এক জায়গায় বসবাসকারী মানব গোষ্ঠীর সমাহার। পৃথিবীর ইতিহাসে ভাষাভিত্তিক জন সমাজ বা সমাজগোষ্ঠী গঠনের কথা আমরা সবাই জানি। আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা বিকাশ লাভ করার আগে এই গোষ্ঠীই ছিল মানুষের প্রধান আশ্রয়স্থল। ভাষাতাত্ত্বিকরা বলেছেন Language is a Social Institution.

ভাষা তার শিকড় প্রসারিত করে আমাদের সমাজে, জীবনে, মননে এবং সংস্কৃতিতে। সেখান থেকে রস আহরণ করে ভাষা বৃক্ষ পত্রে-পল্লবে ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ভাষা সমৃদ্ধ হলে সমাজ সমৃদ্ধ হয়, আর সমাজ সমৃদ্ধ হলে ভাষাও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, অর্থাৎ সম্পর্কটি পরস্পর সমানুপাতিক। আমাদের চিন্তার স্বাধীনতা, শৈল্পিক সৌন্দর্যের অনুভূতি, জীবনী শক্তি ও নান্দনিক তৃপ্তি দেয় ভাষা, যা আদতে সমাজকে সমৃদ্ধ করে।

বলা হয় ভাষা বহতা নদীর মতো। নানা বাঁকে, নানা ধারায় ভাষার প্রবাহ এগিয়ে চলে। একূল ভাঙলে নদীর ওকূল গড়ে ওঠে। আমাদের বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও কি তাই? সম্ভবত না। গত পঁচিশ বছর বাংলা ভাষা বিষয়ে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষকতার সূত্রে লক্ষ করেছি বর্তমান প্রজন্মের বাংলা ভাষা ব্যবহারের কিছু মৌলিক সমস্যার ক্ষেত্র। মাতৃভাষা বাংলা হলেও অনেক শিক্ষার্থী সে ভাষার ব্যবহারে অনায়াস দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে না, কিছু মূলগত সমস্যার কারণে।

প্রথম কারণ : বাংলা মাতৃভাষা বলেই তার ব্যবহারে যথেষ্ট গুরুত্বদানের অভাব। শিক্ষার্থীরা মনে করে বাংলাটা তো না পড়লেও পাশ করব, অঙ্ক, ইংরেজি আর সাইন্স সাবজেক্টগুলোতে জোর দিই। ফলে বিদ্যালয় স্তর থেকেই বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রতি কম গুরুত্ব দেয় শিক্ষার্থীরা। বাংলা সাম্মানিক নিয়ে যারা পড়াশোনা করতে আসে, তাদের মধ্যেও অনেকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 185 - 192
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই মানসিকতা নিয়েই বিদ্যালয় স্তরে বাংলা পড়েছে। যারা বাংলা নিয়ে পড়তে আসে তাদের সকলেই যে বাংলাভাষাকে ভালোবেসে পড়তে আসে এমনটাও নয়। বাংলা নিয়ে পড়তে আসা অনেক ছাত্রছাত্রীই অন্য বিষয়ে অনার্স না পেয়ে বাংলা পড়তে আসে এবং তারা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরেও বাংলা বিষয়টিকে ভালোবাসতে পারে না। এরা যখন পরবর্তী কালে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে যায় তখন স্বাভাবিক ভাবেই তারাও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করতে পারে না।

দ্বিতীয় কারণ : স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিটি স্তরেই ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিষয়ের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ। উপস্থাপনা, ব্যাকরণগত অসঙ্গতিকে কম গুরুত্ব দান। এর ফলে বিষয়বস্তু অধিগত করার দিকেই ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ নিঃশেষিত হয়, উপস্থাপনার সময় ব্যাকরণগত অসংগতি বিষয়ে তারা যথাযথ গুরুত্ব দেয় না, ফলে খুব সুন্দর একটি শৈল্পিক আলোচনাও ব্যাকরণগত শুদ্ধতার অভাবে যথার্থতা পায় না। তথ্যগত যথার্থতা, শৈল্পিক উপস্থাপনা ও ভাষাগত শুদ্ধতাই একমাত্র ভাষা ও সাহিত্যের সৌন্দর্য-মূর্তি সৃজনে সক্ষম, যা অনেক সময়ই সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকেও পাওয়া যায় না।

তৃতীয় কারণ : শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের মাতৃভাষার মাধ্যমে সন্তানের শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ হারানো। বিশ্ব নাগরিক হয়ে ওঠার মরিয়া চেষ্টায় আপামর বাঙালির আজ প্রথম লক্ষ্য নিজের সন্তানের শিক্ষা ইংরিজি মাধ্যমে সুনিশ্চিত করা। এর ফলে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলির পঠন পাঠনে ব্যাপক অবনমন ঘটেছে, কারণ তারা ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার ছাড়া ছাত্রই পাচ্ছে না। সন্তানের শিক্ষায় বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলিকে বেছে না নেবার পেছনে একটি বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক তথা রাষ্ট্রিক কারণ বিদ্যমান বলে আমার মনে হয়েছে। বর্তমানে আমাদের বাংলায় বেকার সমস্যা এক ভয়াবহ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, তাই সন্তান যাতে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করে বাইরে কাজের সুযোগ খুঁজে নিতে পারে তার পথ খোলা রাখতে চাইছেন অভিভাবকরা। তবে এটা মূলত গত দু দশকের কথা। তার আগেও অভিভাবকরা ইংরেজি মাধ্যমের দিকে ঝুঁকেছেন - কলোনিয়াল হ্যাং-ওভার তো ছিলই তার সঙ্গেই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ছিল ঠাটবাটের প্রতি আগ্রহ। নিজেকে দশজনের মধ্যে সেরা প্রমাণ করার জন্যও অধিক ব্যয়সাপেক্ষ ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানোর কেতা রপ্ত করেছেন অনেক অভিভাবক। আমাদের গোটা ভারতবর্ষের দিকে তাকালে চিত্রটা আবার অন্যরকম। গোটা ভারতবর্ষ জুড়েই উচ্চশিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বেশ বেশি, ইংল্যান্ড আমেরিকার শিক্ষাজগতে অনেক ভারতীয় কর্মরত। কাজেই ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ঝোঁক স্বাভাবিক। আজও অভিবাসী ভারতীয়দের মধ্যে গায়ে খেটে খাওয়া মানুষের তুলনায় উচ্চশিক্ষিত মানুষের হার অনেক বেশি। কলোনিয়াল হ্যাং-ওভার তাড়িত বাংলা যেহেতু দেশের চেয়েও বিদেশকে বেশি ভালোবাসে তাই তারা সন্তানের শিক্ষা ইংরেজি মাধ্যমেই দিতে চায়, যাতে তাদের সন্তানের জীবনের পথ অনেকখানি খোলা থাকে।

চতুর্থ কারণ : পশ্চিমবঙ্গে ভাষা শিক্ষা ও বানান শিক্ষা, পাশ ফেল প্রথা প্রভৃতি বিষয়ে অযথা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, যা ভাষার যথাযথ শিক্ষা বিষয়ে গভীর অনীহার জন্ম দিয়েছে। লেখার সময় পুরনো বানান বিধি অনুসরণ করবেন, না নতুন বানানবিধি মানবেন, তা নিয়ে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত। অনেকে নতুন পুরনো মিশিয়ে লিখছেন। অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা নতুন বানান বিধিতে লিখছেন, কিন্তু পুরনো বানান রীতিকেও কাটতে পারছেন না, কারণ তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁদের শৈশব শিক্ষার স্মৃতি, নস্টালজিয়া। রানি, শ্রেণি, কাহিনি এই সব বানান অ্যাডপ্ট করতে গিয়ে আমরা শিক্ষক শিক্ষিকারাও হোঁচট খাচ্ছি। মাঝখান থেকে অনেক সাধারণ মানুষ ভাবছেন বানান যা হোক একটা লিখলেই হল, আসলে মূল ভাবটা বোঝানো নিয়ে কথা। অনেকে একেবারেই উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখছেন। সংস্কৃত ভাষার ক্ষেত্রে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী[২] সাদরে গৃহীত হলেও, বাংলা নতুন বানান বিধি সর্বত্র চালু হতে পারল না।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বাংলা ভাষা বলা ও লেখার ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে সেগুলি হল—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 185 - 192
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১. বাংলা বর্ণমালায় তিনটে 'শ', তিনটে 'র' ও দুটো 'জ' থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা দ্বিধাগ্রস্ত হয় উচ্চারণ ও বানান লিখতে। কোন 'শ' লিখবে শিক্ষার্থী, সে বিষয়ে তাকে সবিশেষ ভাবতে হচ্ছে। দুই 'র' মিলে তাকে রক্তচক্ষু পাকাচ্ছে। দুই 'জ' তার জীবনে অযথা জটিলতা সৃষ্টি করছে।

২. উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষাস্তরেই 'ণত্ব বিধান' ও 'ষত্ব বিধান' পড়ানো হলেও তার কোন প্রভাব শিক্ষার্থীদের সাহিত্যের উত্তর দানে খুঁজে পাওয়া যায় না – মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, মহাবিদ্যালয়, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও।

৩. বাক্য গঠনের সমস্যা বিষয়ে মাধ্যমিক স্তরে পাঠদান হলেও তা ব্যাকরণ ক্লাসেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়, শিক্ষার্থীরা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তা মনে রাখে না। বাক্যের সূচনায় সম্মানবাচক সর্বনাম ব্যবহারের পর শেষে সম্মানসূচক ক্রিয়াপদ বসাচ্ছে না – ফলে 'তিনি ইত্যাদি ইত্যাদি করল', এবং 'সে ইত্যাদি ইত্যাদি করলেন' হামেশাই খাতায় পাচ্ছি।

৪. বিভক্তির দ্বিত্ব প্রয়োগ আজ কথ্য বাংলাতে তো বটেই, লেখ্য বাংলাতেও এসে পড়েছে। 'আমাদেরকে', 'তোমাদেরকে' এই প্রয়োগ আজ টিভি সিরিয়ালের চিত্রনাট্য থেকে শুরু করে আপামর বাঙালির মুখের ভাষায় গৃহীত হয়েছে, অধ্যাপকরাও অনায়াসে তার সচ্ছন্দ প্রয়োগ ঘটাচ্ছেন যা একান্ত ভাবেই ভুল।

৫. সংখ্যাবাচক শব্দ ও সংখ্যাবাচক বিভক্তির একত্র প্রয়োগ হামেশাই ঘটছে।

৬. বিশ্বায়নের প্রভাবে অতিরিক্ত লোন ওয়ার্ডের সমস্যা ভাষাকে ক্রমশ অচেনা করে তুলছে। অনেক শিক্ষার্থীর ভাষা শুনে বোঝা যায় না সে কোন ভাষায় কথা বলছে। অনর্গল বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলে আধুনিক প্রজন্ম ভাষার ক্ষেত্রে যথার্থ খিচুড়ির জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

৭. বর্তমান প্রজন্ম এস. এম. এসের ভাষায় উত্তর দান করছে। বন্ধুর কাছে লেখা চিঠির শেষে বাসের পিছনের চলমান লিপির মতোই পাচ্ছি, "৮০ বন্ধু, আবার কথা হবে।"

৮. সভ্যতার প্রবাহে সংকেত থেকে ভাষার অক্ষর এসেছিল। আজ ভাষা আবার সংকেতে ফিরে যাচ্ছে, উত্তর পত্রে ইমোজি পাচ্ছি।

৯. 'ই' স্থলে 'য়', এবং 'য়' স্থলে 'ই' লিখছে অনেকে। 'আমি খায়', 'সে খাই' এমন বাক্য গঠন কলেজের ভাষা শিক্ষার্থীদের থেকেও পাচ্ছি।

১০. শিক্ষার্থীদের পড়ার তুলনায় দেখা ও শোনার ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে মূল সাহিত্যের টেক্সট না পড়ে ইউ টিউব থেকে দেখে বা শুনে নিয়ে উত্তর দান করছে সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীরা।

১১. অপভাষার বহুল প্রচলন ঘটছে কথ্য ভাষায়, এমন কি লেখ্য ভাষাতেও। আগে পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষ কথার মাত্রা হিসাবেই যে শব্দটি প্রয়োগ করতেন, আজ নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছে তো বটেই, আরও নতুন নতুন অপভাষার দিকেও তারা সাগ্রহে হাত বাড়াচ্ছে। কবি শামসুর রহমানের মতো আমাদেরও বলতে ইচ্ছে হয় –

"আজ তোমাকে ঘিরে খেংড়ার নোংরামি
আজ তোমাকে ঘিরে খিস্তি খেউড়ের পৌষমাস।"[৩]

১২. সাহিত্যের ভাষায় 'ককনি' উঠে আসছে। বিভাগীয় প্রধানের জায়গায় 'হেড়ু' বলতে আজকের ছাত্র সমাজ দ্বিধা করে না।

১৩. মোবাইল ও ল্যাপটপে লেখার জন্য বর্ণমালার গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। ঋ, ঝ, খ, ঠ, ণ, ঞ শুদ্ধভাবে লেখা আজ অনেকের কাছেই সমস্যার। কিছু মোবাইলে ইন-বিল্ট বাংলা বর্ণমালা থাকলেও অধিকাংশ মোবাইল ও ল্যাপটপে সে সুবিধা নেই, ফলে বাংলা লিখতে K-তে ক, Kh-এ খ বাঙালিকে শিখতে হচ্ছে।

কবি শামসুর রহমানের মতো প্রতিটি বাঙালিরই আজ মনে হয় - 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা'! বিশ্বায়নের যুগে বিশেষত কোভিড-কালীন গৃহবন্দী দশায় বাঙালি তার বর্ণমালাকে একরকম গুডবাই জানাতে বাধ্য হয়েছে।

বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বসবাস করেন মূলত স্বাধীন বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যে -- আর ছড়িয়ে আছেন গোটা বিশ্বে অনাবাসী বাঙালিরা। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে বাংলা ভাষা ব্যবহারের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 185 - 192
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ক্ষেত্রে এই যে দুর্বলতা তা কি এই চারটি জায়গাতেই সমান? এর উত্তরে যে চমকপ্রদ তথ্য উঠে আসবে তা হল - না, বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই দুর্বলতার বিষয়টি মূলত পশ্চিমবঙ্গেরই একান্ত নিজস্ব সমস্যা। এরপর প্রশ্ন - কেন এমনটা হল? তার উত্তর অনুসন্ধানে সমাজ ইতিহাসের দিকে তাকাতে হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগাস্ট রাত ১২ টায় দ্বিখন্ডিত হয়ে স্বাধীনতা পায় ভারতবর্ষ। মূলত ধর্মের ভিত্তিতে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম অংশ নিয়ে পাকিস্তান স্বাধীনতা পায় ১৪ই আগাস্ট। ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম অংশে থাকা পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুটি অংশের ভাষা কিন্তু এক ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানে মূলত উর্দু, হিন্দি এবং আরবী ভাষীরা থাকতেন। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন মূলত বাংলা ভাষাভাষী মানুষ। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মুখের ভাষা যেহেতু আলাদা ছিল, তাই একই দেশের শাসনকার্যে কিছু অসুবিধা হত। পশ্চিম পাকিস্তান ছিল সমৃদ্ধ এবং অধিক ক্ষমতাধর অঞ্চল। তাই পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাশীল সরকার যখন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা ঘোষণা করে তখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ নিজেদের মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে ১৯৪৬ সাল থেকেই সমস্যার সূত্রপাত হলেও ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৎসংলগ্ন এলাকার অধ্যাপক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাঁরা রমনার মাঠ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এক পদযাত্রার আয়োজন করেন ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অপরাধে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে গুলি চালিয়ে আব্দুল জব্বার, আবুল বরকত, রফিকুদ্দিন আহমদ, আবদুস সালাম, শফিউর রহমান এই পাঁচজনকে নিহত করে পাক পুলিশ বাহিনী, এবং অনেকে আহত হন।

সাংবাদিক ও লেখক আবদুল গফফার চৌধুরী ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'[৪] গানটি রচনা করেন। প্রথমে আবদুল লতিফ গানটিতে সুরারোপ করেন। তবে পরবর্তীতে আলতাফ মাহমুদের করা সুরটিই অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে, ১৯৫৪ সালের প্রভাতফেরীতে প্রথম গাওয়া হয় আলতাফ মাহমুদের সুরে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি এবং এটিই এখন গানটির প্রাতিষ্ঠানিক সুর। পূর্ববঙ্গের মানুষ এইভাবে রক্তপাতের মধ্য দিয়ে আন্দোলন করে তাদের মাতৃভাষার অধিকার রক্ষা করেছেন। আমরা ইতিহাস থেকে জানি বাহান্নর এই ভাষা আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। এই ভাষার প্রশ্নেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্ন প্রাণ পায়। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সময় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে রূপ লাভ করে। শেখ মুজিবর রহমানের ওজস্বী কণ্ঠস্বর বাংলার ঘরে ঘরে আবেগের জোয়ার আনে। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ নির্বিশেষে আপামর বাঙালি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তির প্রহর গোণে। ৭ই, মার্চ ১৯৭১ ঐতিহাসিক রেসকোর্সের মাঠে শেখ মুজিবর রহমান বলেছিলেন –

> "সাত কোটি মানুষকে আর দাবায়ে রাখতে পারবা না। বাঙালি মরতে শিখেছে, তাদের কেউ দাবাতে পারবে না। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।"[৫]

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপর, বিশেষ করে নারীদের ওপর যখন অপরিসীম অত্যাচার চালাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাধর শাসক গোষ্ঠী তখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক সাহায্য দানের কথা ঘোষণা করেন। তখন তা শুধুমাত্র সামরিক সিদ্ধান্তে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তার বৃহত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক তাৎপর্যও প্রকাশিত হয়েছিল। আকাশবাণী কলকাতার সংবাদ পাঠক দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওজস্বী কণ্ঠস্বরও সেদিন বাঙালির কাছে এক অনন্য আকর্ষণীয় সম্পদ রূপে দেখা দিয়েছিল। ভাষা যে আমাদের কতখানি আবেগ মথিত করতে পারে, আন্দোলনের পথে চালিত করতে পারে তার অনন্য উদাহরণ হয়ে রয়েছে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ।

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কোর ৩৩তম সাধারণ সম্মেলনে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' রূপে 'একুশে ফেব্রুয়ারি' কে স্বীকৃতি জানানো হয়। ২০০০ সাল থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে। ২০০০ সালে ১৮৬টি দেশ এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনে শামিল হয়।

ভাষার প্রশ্নে আন্দোলন বারে বারেই হয়েছে। ভারতবর্ষের আসাম রাজ্যে বাংলা, অসমীয়া ও বোরো ভাষাভাষী মানুষ একত্রে বসবাস করেন। একসময় বাংলা এবং অসমীয়া ছিল একই ভাষার উপভাষা, পরে ভৌগোলিক (জনগোষ্ঠীর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 185 - 192
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ছড়িয়ে পড়ার অর্থে) সামাজিক ও অর্থনৈতিক দূরত্ব বাড়ায় বাংলা ও অসমীয়া আলাদা ভাষা হয়েছে তাই আজ আর আমাদের মধ্যে পারস্পরিক বোধগম্যতা নেই।

আমরা জানি একটি ভাষা যখন বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দ্বারা ব্যবহৃত হয় এবং জীবিকার প্রশ্নে সেই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ যখন বৃহৎ ভৌগোলিক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে তখন একই ভাষার মধ্যে নানান ব্যবধান দেখা দেয়, তৈরি হয় আঞ্চলিক উপভাষা। সমৃদ্ধ হতে হতে এই উপভাষা একদিন ভাষার মর্যাদা পায়। তেমনি ভাবেই এক সময় পূর্বী মাগধী অপভ্রংশ ভাষা থেকে জাত বাংলা ও অসমীয়া আলাদা আলাদা ভাষার রূপ পেয়েছে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করার পর অসমে বাংলা, বোরো এবং অসমীয়া তিনটি ভাষাই সমানভাবে ব্যবহৃত হত। আসামের বরাক উপত্যকায় অসমীয়া ভাষাকে রাজ্যের একমাত্র দাপ্তরিক বা অফিশিয়াল ভাষা করার প্রতিবাদে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আন্দোলন করেন। আসামে বাংলা বোরো ও অসমীয়া ভাষাভাষী মানুষরা একত্রে বসবাস করেন ফলে কোন একটি ভাষা সরকারি ভাষা হলে, অন্যদের অসুবিধা। সমাজের প্রতিটি মানুষই চান তার নিজের ভাষায় নিজের মতামত প্রকাশ করতে। ভাষা আন্দোলন শুধু সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, তা আসলে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নকেই তুলে ধরে। আসামের বরাক উপত্যকায় আন্দোলন চলাকালীন ১৯৬১ সালের ১৯শে মে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে পুলিশ গুলি করে ১১ জনকে হত্যা করে। এই আন্দোলনের শহীদরা ছিলেন কানাইলাল নিয়োগী, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, হিতেশ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্রকুমার দেব, কুমুদরঞ্জন দাস, সুনীল সরকার, তরণী দেবনাথ, শচীন্দ্রচন্দ্র পাল, বীরেন্দ্র সূত্রধর, সুকোমল পুরকায়স্থ, কমলা ভট্টাচার্য। তখনকার মতো ভাষা আন্দোলনকে দমন পীড়নের মাধ্যমে বন্ধ করা গেলেও ১৯৭২ এর ১৭ই আগাস্ট অসমে আরো একজন নিহত হন ভাষার প্রশ্নে, তাঁর নাম বিজন চক্রবর্তী। ১৯৮৬ সালের একুশে জুলাই আরও দুজন শহীদ হন জগন্ময় দেব এবং দিব্যেন্দু দাস। তাই অসমে বসবাসকারী বাঙালির কাছে মাতৃভাষা শহিদের রক্ত রাঙা স্মৃতি।

ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারি ভাষা বাংলা ও ককবরক। বাংলায় যখন সুলতানী আমল তখন ত্রিপুরা ছিল বাংলার একটি করদরাজ্য, যা ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মিত্র রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর ত্রিপুরা অন্তর্ভুক্তি চুক্তি অনুসারে এই রাজ্য সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ শাসনকালে এই রাজ্য পার্বত্য ত্রিপুরা (Hill Tippera) নামে পরিচিতি ছিল। এই পার্বত্য রাজ্যটি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরও একটি প্রত্যন্ত রাজ্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছে এবং এখন ত্রিপুরায় স্বাক্ষর মানুষের হার যথেষ্ট বেশি। সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে ত্রিপুরা সাক্ষরতায় ভারতের মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। দেশের সমৃদ্ধ ভূখণ্ডের সঙ্গে অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, পাহাড় ঘেরা অঞ্চল, কৃষি জমির অভাব এইসব সত্ত্বেও রাজ্যটি নিজের মত করে শিক্ষা এবং সংস্কৃতি চর্চায় এগিয়ে গেছে এবং এখানকার বাংলা ভাষাভাষী মানুষজনও বাংলা ভাষার চর্চায় যথেষ্ট উৎসাহী। অত্যন্ত প্রান্তিক রাজ্য বলে হয়তো বা ত্রিপুরা কিছুটা সুবিধেও পেয়ে গেছে। ত্রিপুরায় বাংলা এবং ককবরক ভাষার উপর হিন্দি ভাষার আগ্রাসন তেমনভাবে চেপে বসেনি। হিন্দি বলয়ের ভাষা সংস্কৃতি, শিল্পকলা বিশেষত সিনেমার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিকে যেমন ভাবে প্রভাবিত করে ত্রিপুরার মানুষকে তেমন ভাবে প্রভাবিত করে না। বিশেষ করে ভিনরাজ্য থেকে এসে ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যাও একান্তই কম। প্রান্তিক রাজ্য রূপে ত্রিপুরার যে নেতিবাচক অবস্থান, তাই হয়তো বাংলাভাষা চর্চার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। ত্রিপুরার বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে হিন্দির আগ্রাসনের শিকার হতে হয়নি।

পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশ, আসাম এবং ত্রিপুরার সঙ্গে তুলনা করলে আমরা দেখতে পাব পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিকে কিন্তু বাংলা ভাষার জন্য তেমন ভাবে কোন সংগ্রাম করতে হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির কাছে বাংলা ভাষার চর্চা ছিল একান্তই সহজ। পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনে যেভাবে শহিদের রক্ত ঝরেছে, আসামের ভাষা আন্দোলনে যেমনভাবে বাঙালি, শহিদের রক্তে অঞ্জলি দিয়েছে, ত্রিপুরার বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে যেভাবে নানান প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিকে কিন্তু তেমনভাবে ভাষার প্রশ্নে কখনো লড়াই করতে হয়নি। যা লড়াই করে পাওয়া যায় তারওপর মানুষের স্বভাবজ টান থাকে। মাতৃভাষার প্রশ্নে রক্ত ঝরাতে না হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের হয়তো বা বাংলা ভাষার প্রতি সেই টানটা তৈরিই হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে একটা মস্ত বড় সমস্যা ছিল, সেটা উদ্বাস্তু সমস্যা।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 185 - 192
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পূর্ববঙ্গ এমনকি আসাম থেকেও বহু বাংলা ভাষাভাষী মানুষ পশ্চিমবঙ্গে এসে বসবাস করেছেন। তাঁরা স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন এখানকার। ফলে খুব অল্প সময়ে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। স্বাধীনতার ঠিক পরে পরেই উদ্বাস্তু সমস্যার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ওপর জনসংখ্যার চাপ বাড়ায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি সবকিছুর ওপরেই এক ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে নতুন নতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে কিন্তু শিক্ষার শেষে এমনকি উচ্চশিক্ষারও শেষে তেমনভাবে বাঙালির জন্য চাকরি ছিল না। বাঙালি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মূলত চাকুরিজীবী হতে চায়, তারা স্বাধীন জীবিকা বা স্বনির্ভর পরিসরে আসার ক্ষেত্রে তেমনভাবে কোনদিন আগ্রহই অনুভব করেনি।

স্বাধীন ভারতে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা রূপে মেনে নিতে সামাজিক আপত্তি উঠেছিল। ভারতে ১৬৬১টি মাতৃভাষা প্রচলিত। তাই পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষার প্রয়োজন আমাদের জীবনে আজও অত্যাবশ্যক। ভারতে তফসিলভুক্ত ভাষার সংখ্যা বাইশ -

> অসমীয়া (Assamese), বাংলা (Bengali), বোড়ো (Bodo), ডোগরি (Dogri), গুজরাতি (Gujarati), হিন্দি (Hindi), কন্নড় (Kannada), কাশ্মীরি (Kashmiri), কোঙ্কানি (Konkani), মৈথিলি (Maithili), মালায়ালাম (Malayalam), মণিপুরী (Manipuri), মারাঠি (Marathi), নেপালি (Nepali), ওড়িয়া (Odia), পাঞ্জাবী (Punjabi), সংস্কৃত (Sanskrit), সাঁওতালি (Santali), সিন্ধি (Sindhi), তামিল (Tamil), তেলেগু (Telugu), উর্দু (Urdu)। চাকরির বাজারে মন্দা থাকায় বাংলা ভাষায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালির মনে অনীহা জেগেছে।

বাঙালি সর্বভারতীয় ভাষা হিন্দি, বিশেষ করে ব্রিটিশদের ছেড়ে যাওয়া ইংরেজির দিকে অনেক বেশি মাত্রায় ঝুঁকে পড়েছে। ছেলেমেয়েরা চাকরি পাবে না, এটা ধরে নিয়ে সন্তানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বাবা-মারা ইংরেজি ভাষার বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে অধিক আগ্রহ দেখিয়েছেন। একটা সময় বাঙালির সামাজিক অবস্থানে ঘটি-বাঙালের দ্বন্দ্ব ছিল চোখে পড়ার মতো। পশ্চিমবঙ্গের আদি বাসিন্দা ঘটিরা বাঙালদের দেখতে পারতেন না, আর বাঙাল ভাষাও সহ্য করতে পারতেন না, তাই বাঙালের সঙ্গে পাছে তাদেরও এক পঙক্তিভুক্ত করা হয় সর্বহারা উদ্বাস্তু রূপে, কাঙাল রূপে তাই কি পশ্চিমবঙ্গের আদি বাসিন্দা তথা সম্পন্ন ঘটিরা বাংলাভাষার থেকেও মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ইংরেজিতে বেশি করে সচ্ছন্দ হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন? এই তত্ত্বে পৌঁছনোর জন্য অবশ্যই বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক গবেষণার প্রয়োজন আছে, যা আমার ক্ষুদ্র সাধ্যে সম্ভব নয়। আমি সম্ভাবনার দিক নির্দেশ করলাম মাত্র।

আমরা ব্রিটিশদের পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে স্বাধীন হয়েছি ঠিকই কিন্তু ইংরেজি ভাষার দাসত্ব থেকে আজও আমরা মুক্তি পাইনি। এই বাংলাতেও যেকোনো ফর্ম ফিলআপ করার ক্ষেত্রে বা অ্যাপ্লিকেশন লেখার ক্ষেত্রে আজও আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ পরনির্ভরশীল - কারণ এইসব ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার ব্যবহারই প্রচলিত। বিশেষত আমাদের সমাজে আজও ইংরেজি জানা মানুষদের এলিট ভাবা হয়। নিজের বিষয়ে দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও ইংরেজিতে দখল না থাকলে মানুষ সমাজে কক্কে পান না। ভাষার ভিত্তিতে সমাজের এই বিভাজন বা ক্লাস ডিভিশন নতুন কিছু নয়। আগে দক্ষিণ ভারতের মানুষ নিজের ভাষার বাইরে অন্য ভাষা জানলেও অন্য ভাষা ব্যবহার করতে চাইতেন না। আজ কিন্তু সেই ধারণা তাঁরা দ্রুত বদলে ফেলছেন। গ্লোবালাইজেশন এবং কম্পিউটারের প্রতি নির্ভরশীলতা এর অন্যতম প্রধান কারণ। ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য বিভাজন নতুন কিছু নয়, তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের ইতিহাস আজ আমাদের সকলেরই জানা। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশে গোর্খা ও আসামে বোরো ভাষার ভিত্তিতে আলাদা রাজ্যের দাবি জোরদার হচ্ছে। এটা শুধু ভাষার সামাজিক তাৎপর্যকেই সূচিত করছে না - সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মতাদর্শগত প্রশ্ন হয়ে দেখা দিচ্ছে।

আমরা জানি সামাজিক স্তর বিভাজন অনুযায়ী ভাষার স্তর বা শ্রেণিবিভাগ হয়। পেশাগত ভাবে ভাষার স্তর অবশ্যই পৃথক হয়। এতদিন পর্যন্ত নারী এবং শিশুদের ভাষা আমাদের সমাজে আলাদা আলাদা ছিল, কিন্তু বর্তমানে আমরা এক ইউনিসেক্স বা ঐক্যবদ্ধ ভাষার দিকে এগোচ্ছি। এর যেমন ভালো দিক আছে তেমনই মন্দ দিকও আছে। 'ওলো, হ্যাঁগো, কীগো'-র বন্ধন কাটিয়ে নারী শিক্ষায় ও পেশাগত জগতে এগিয়ে যাচ্ছে, পেশাদার ভাষা তুলে নিচ্ছে মুখে, এটা আনন্দের; অন্যদিকে শিশুরা শৈশবেই বিজ্ঞাপনের দৌলতে অনেক অনভিপ্রেত শব্দ ও বিষয় আয়ত্ত করছে, যা তাদের সৌকুমার্য নষ্ট করে দিচ্ছে বলে আমার বিশ্বাস।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 185 - 192
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভাষার অবক্ষয় আজ আমাদের বাঙালি জীবনে এক ঘোরতর সংকটের বা চিন্তার কারণ। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা কত অবলীলায় অপভাষা ব্যবহার করছে। রাগে, বা প্রচন্ড দুঃখে বা হতাশায় নয় - কেবলমাত্র অপভাষা ব্যবহারের জন্যই অপভাষার ব্যবহার বাড়ছে। আজ তরুণ প্রজন্মের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে রুচিবোধ বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা অনেক ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে না। শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানেও তাই তারা অনায়াসেই "বিড়ি জ্বালাইলা, জিগর সে পিয়া,"[৬] (হিন্দি চলচ্চিত্র - ওমকারা) বা "চোলি মে ডাল দিয়া শালা"[৭] -র মতো গান বেছে নিতে পারে। আমার মনে হয় এই সমস্যা কেবলমাত্র স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব নয় - তার সঙ্গে এটা ভাষার প্রয়োগগত সমস্যাও বটে। বাঙালি, যার মাতৃভাষা বাংলা, যে ছোট থেকে বাংলা ভাষার আবহে বড় হয়ে উঠেছে - তাদের যখন এই ধরনের রুচিবোধের প্রকাশ দেখি তখন মনে হয় আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং অভিভাবকরাই হয়তো বা বর্তমান প্রজন্মকে সঠিক পথের দিশা দেখাতে ব্যর্থ হলাম।

মাতৃভাষার সঙ্গে একাধিক ভাষার শিক্ষা মানুষের ভাষাশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির কাছে সুযোগ আছে মাতৃভাষাসহ অন্য ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠার। কাজেই আমরা যারা একদিকে শিক্ষক, অন্যদিকে অভিভাবক তাঁদেরই দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের ভাষাচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। সুস্থ সংস্কৃতির জন্য এই দায়িত্বটুকু ভালোবেসে না নিলেই নয়। এই দায়িত্ব ভালোবেসে পালন করতে পারলেই আমাদের কণ্ঠে সার্থক হবে -

"আমি বাংলায় গান গাই
আমি বাংলার গান গাই
আমি আমার আমিকে চিরদিন
এই বাংলায় খুঁজে পাই।"[৮]

Reference:

১. রহমান, শামসুর, বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে, বন্দী শিবির থেকে, ঢাকা, ১৯৭২
২. পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী, আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ।
৩. রহমান, শামসুর, বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা, নিজ বাসভূমে, ঢাকা, ১৯৭০
৪. চৌধুরী, আবদুল গফফার, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি, (প্রথম সুরকার আবদুল লতিফ পরবর্তী জনপ্রিয়তম সুরকার আলতাফ মাহমুদ।) হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলনের গান, ১৯৫৩
৫. রহমান, শেখ মুজিবর, ভাষণ, ঐতিহাসিক রেসকোর্সের মাঠ, ৭ই, মার্চ ১৯৭১
৬. ভরদ্বাজ, বিশাল, ওমকারা (হিন্দি চলচ্চিত্র), 'বিড়ি জ্বালাইলা, জিগর সে পিয়া', ২০০৬
৭. কেশরী, টিঙ্কু তুফান, 'চোলি মে ডাল দিয়া শালা', ভোজপুরী অ্যালবাম, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০
৮. মুখোপাধ্যায়, প্রতুল, গীতিকার ও সুরকার, আমি বাংলায় গান গাই, কলকাতা, নববর্ষ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, এপ্রিল, ১৯৯৩

Bibliography:

Chatterji. Suniti Kumar, The Origin and Development of Bengali Language, Calcutta University Prass. Kolkata. 1926
সেন, সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, বর্ধমান সাহিত্য সভা, ১৯৩৯
শ, রামেশ্বর, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।
হুমায়ুন, রাজীব, সমাজ ভাষাবিজ্ঞান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১
নাথ, মৃণাল, ভাষা ও সমাজ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৯